নবদ্বীপের নিদয়া চরায় কঙ্কাল উদ্ধারে চাঞ্চল্য

শ্যামল রায়, নবদ্বীপ

নবদ্বীপের নিদয়া চরা থেকে কঙ্কাল উদ্ধার করল নবদ্বীপ থানার পুলিশ। কঙ্কাল উদ্ধারের পাশাপাশি গ্রেফতার করল কঙ্কাল পাচারকারী দুজনকে। নবদ্বীপ থানার পুলিশ জানিয়েছে ধৃত ২ কঙ্কাল পাচারকারীর নাম হল তাপস পাল ও কার্তিক ঘোষ। দুইজনের বাড়ি পূর্বস্থলীর নন্দ কলোনীতে। বুধবার ধৃত ২ কঙ্কাল পাচারকারীকে আদালতে তোলা হলে পুলিশ হেফাজতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছে। নবদ্বীপ থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক সুবীর কুমার পাল জানিয়েছেন যে, ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে জানা চেষ্টা হবে এই সমস্ত কঙ্কাল নিয়ে কি করা হয় এবং কঙ্কালগুলো কোথা থেকে কিভাবে আনা হয় বিস্তারিত জানবার জন্য ধৃতদের হেফাজতে চেয়েছি। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে নবদ্বীপ থানার নিদয়া চর সন্নিকট প্রাচীন মায়াপুর চৈতন্য দেবের জন্মস্থান সংলগ্ন এলাকা থেকে

একাধিক কঙ্কাল উদ্ধার করেছে পুলিশ। থানা সূত্রে খবর যে, তিনটি মাথার খুলি-সহ মোট সাতটি কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়েছে। এই কঙ্কালগুলো এখানে কিভাবে এল কোথা থেকে আনা হয়েছে বিস্তারিত জানার জন্য পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে যে, নবদ্বীপ সংলগ্ন পূর্বস্থলী থানা এলাকায় দীর্ঘ ৫ বছর আগে কঙ্কাল ব্যবসা নিয়ে শোরগোল উঠেছিল। পূর্বস্থলীতে কঙ্কাল পাচার নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য। এই কঙ্কাল ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিলেন মুক্তি বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি। মুক্তি বিশ্বাস মারা গিয়েছে। কিন্তু থেমে নেই কঙ্কাল পাচারের রমরমা। নবদ্বীপ থানার পুলিশ তাপস পাল নামে যে কঙ্কাল পাচারকে গ্রেপ্তার করেছে সেই তাপস পাল দুবছর আগে পূর্বস্থলীতে তার নিজের বাড়িতে কঙ্কাল এনে বিভিন্ন জায়গা পাচার করত বলে অভিযোগ রয়েছে। পূর্বস্থলী থানা সংলগ্ন নন্দ কলোনির বাসিন্দা তাপস পাল এবং মনোজ পাল দুই ভাই মিলে কঙ্কাল ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিল বলে অভিযোগ এবং গ্রেপ্তার করেছিল পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। বর্তমানে তাপস পালের নামে থানায় অভিযোগ এবং জামিনে মুক্ত আছে বলে জানা গিয়েছে। ফের ধরা পড়ল নবদ্বীপের নিদয়া চরায় কঙ্কাল ব্যবসার সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে। তাপস পালের বিরুদ্ধে এর আগেও কঙ্কাল ব্যবসা থাকার অভিযোগ রয়েছে। তাই নবদ্বীপ থানার পুলিশ মনে করছে ধৃত ২ কঙ্কাল পাচারকারীকে তাদের হেফাজতে নিলে আরও অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে মনে করছে পুলিশ। তবে কঙ্কাল পাচার নিয়ে পূর্বস্থলী তোলপাড় যেমন তেমনি পূর্বস্থলী সংলগ্ন নিদয়া চরা এলাকাও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই নিদয়া চরা থেকেই কঙ্কালগুলো উদ্ধার করেছে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। তবে জানা গিয়েছে যে, এই সমস্ত কঙ্কাল কোথা থেকে উদ্ধার হয়েছে সেই সম্পর্কে অনেকেই বলছেন যে কোন শ্মশান, কবরস্থান বা গঙ্গা নদীতে বেওয়ারিশ লাশ খুঁজে বের করে এই কঙ্কাল তৈরি করে ব্যবসা ফেঁদে ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তবে পূর্বস্থলীর পর খবরের শিরোনামে চলে আসে নবদ্বীপ। আসলে নবদ্বীপ এবং পূর্বস্থলী সীমান্তবর্তী দুটি জেলা। তাই বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কাজ করতে দুষ্কৃতীরা অনেকেই সীমান্তবর্তী এলাকার সুবাদে রেহাই পেয়ে যান বলে বিভিন্ন সূত্রে খবর। শুধু কঙ্কালই নয় বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ব্যবসা থেকে শুরু করে অসামাজিক কার্যকলাপ পূর্বস্থলী, কাটোয়া, নবদ্বীপ, কালনা বিভিন্ন স্থানে সহজ-সরলভাবে দুষ্কৃতীরা ঘাঁটি গেড়ে এই ধরনের কাজ করতে পারেন বলে অভিযোগ। তবে পূর্বস্থলীর পর নবদ্বীপে কঙ্কাল উদ্ধার ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নবদ্বীপ থানার পুলিশ আধিকারিক সুবীর কুমার পাল জানিয়েছেন যে, সীমান্তবর্তী এলাকা হিসাবে পরিচিত পূর্বস্থলী, নবদ্বীপ। তাই পূর্বস্থলীর বাসিন্দা তাপস পাল এবং কার্তিক ঘোষ ধরা পড়ায় জানা গিয়েছে যে, তাপস পালের আগেও এই ধরনের কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। গোটা বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্বামীর মৃত্যুতে গ্রেফতার স্ত্রী, কন্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার মৃত কর্মী জেমস থমাসের দিদি রিচেল দাসের করা অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতেই গ্রেপ্তার হন স্ত্রী শ্যারলি থমাস ও বড় মেয়ে আনুসা ম্যারিয়ম জেমস। মঙ্গলবার রাতে দুর্গাপুর থানায় শ্যারলি, আনুসা ও জামাই সানির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানান দিদি রিচেল দাস। অভিযোগপত্রে লেখা রয়েছে যে, ভাই জেমসকে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করত এই তিনজন। উল্লেখ রয়েছে যে, তার ভাই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল যে হয় তাকে এরা খুন করবে কিংবা সে নিজে আত্মহত্যা করবে। জামাই সানি গুজরাটের ছেলে, কিন্তু ৯ জুলাই সে দুর্গাপুরে ছিল বলেই উল্লেখ রয়েছে অভিযোগপত্রে। এই ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত চেয়ে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি করেছেন দিদি রিচেল দাস। বুধবার মৃত দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার কর্মী জেমস থমাসের স্ত্রী ও মেয়েকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। জেমসের স্ত্রী শ্যারলির সাথে যে অন্য কোন পুরুষের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে সেই অভিযোগ উঠছে। এছাড়াও শ্যারলি তার স্বামীকে টাকার জন্য লাগামছাড়া চাপ দিত বলেও অভিযোগ উঠেছে আর মা কে এই কাজে পূর্ণ সমর্থন করতে তার বড়ো মেয়ে এবং তার জামাই বলেও অভিযোগ। এরা মিলিতভাবে জেমসকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। তবে জেমসের মৃত্যু যে আত্মহত্যা তা কিন্তু এখনও স্পষ্ট করে পুলিশ। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) অভিষেক মোদী জানান, মা ও মেয়েকে দশ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে। এদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হবে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

লোকবল দেখানোর মহড়ায় নেতারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি ঃ গলসি ২ নং ব্লকে মহা ধুমধামে চলছে ২১ জুলাই কলকাতা চলোর ডাক। সকালে এপক্ষ মিছিল করে তো বিকালে ওপক্ষ সভা করে। আর সন্ধ্যেতে চলছে সোশ্যাল মিডিয়াতে একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার পোস্ট। শুধু তাই নয় ব্লক নেতাদের অনুগামীরা একে অপরের নেতাকে কখনো সিপিএম আবার কখনো বিজেপির দালাল বলে অভিহিত করে পোস্ট করছে। আর এসব ঘটছে পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলা নেতাদের চোখের সামনেই। এমনটাই জানাচ্ছেন শাসকদলের একেবারে নিচুতলার কর্মীরা। ক্ষোভের সাথে নিচুতলার কর্মীরা বলছেন জেলা নেতাদের প্রচ্ছন্ন থাকার জন্যই এভাবে গলসি ২নং ব্লকের নেতারা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মেতে উঠতে পারছে। গলসি ২নং ব্লকে তৃণমূলের তিনটি গোষ্ঠী। পঞ্চায়েত ভোটে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছায় যার জেরে বিজেপি পঞ্চায়েত সমিতিতে এবং কংগ্রেস পঞ্চায়েত স্তরে একটি করে আসন পায়। বিজেপির প্রভাব দিন-প্রতিদিন বেড়ে চলেছে শুধুমাত্র তৃণমূলের ব্লক নেতাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে বলে অভিযোগ নিচুতলার কর্মীদের। ব্লক নেতারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে গিয়ে দলনেত্রীর নির্দেশকে

উপেক্ষা করে বিজেপিকে মদত দিচ্ছে আর যার জেরেই গলসি ২নং ব্লকে দলের হাল খুব খারাপ বলেই মত শাসকদলের নিচুতলার কর্মীদের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক জেলা নেতার কথায়, গলসি ২নং ব্লকের ব্লক নেতারা শহীদ স্মরণে কলকাতা যাচ্ছেন না। এইসব ব্লক নেতারা জেলা নেতাদের কাছে নিজের নিজের লোকবল দেখানোর মহড়ার দিন হিসাবে বেছে নিয়েছে বলে মত এই জেলা নেতার। পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে কার অনুগামী কতগুলি পদ পাবে তাই নিয়েই চলছে দলের ব্লক নেতাদের লড়াই। আর এই লড়াই জিততে ব্লক নেতারা নিজের নিজের লোকবলের প্রদর্শনী করবেন ২১ জুলাই বলে জানান নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্লক নেতা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আর এক জেলা নেতা বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় যেভাবে একই দলের সদস্য হয়েও একে অপরের বিরুদ্ধে কুৎসা করছে যা সিপিএম বা বিজেপিতে ভাবা যায় না। এক জেলা নেতার কথায়, লোকসভা ভোটে পূর্ব বর্ধমান জেলার মধ্যে গলসি ২নং ব্লকে সবচেয়ে খারাপ ফল করবে তৃণমূল শুধুমাত্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্য। গলসি ২নং ব্লক সভাপতি বাসুদেব চৌধুরী বলেন, তাদের ব্লকে কোন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নাই। এই ব্লক নেতা বলেন, বিজেপির হয়ে মিডিয়া মিথ্যা প্রচার করছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল সভাপতি স্বপন দেবনাথ বলেন, দল সব নজরে রাখছে সঠিক সময়ে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্পন্দনকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করলো তার বন্ধু

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি ঃ টিউশন পড়ে রাতে বাড়ি ফিরেছে স্পন্দন। সাইকেল-গাড়ি রাখার ঘরে সে সাইকেল রাখতে যাবে। রাত তখন প্রায় সাড়ে নয়টা। আচমকাই তার বন্ধু চেঁচামেচি শুরু করে দিল। যতবার স্পন্দন সাইকেল রাখার জন্য ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করে ততবার বন্ধু তার পথ আটকে দেয়। শুধু পথ আগলে দাঁড়িয়ে পড়াই নয় ভীষণ চিৎকার করতে থাকে।চিৎকার শুনে স্পন্দনের মা বাইরের ঘরে এসে দেখে এক বিষাক্ত সাপ ঘরের মধ্যে। ঠিক সাইকেল রাখার জায়গাতেই। সাপটিকে ধরে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসা হয়। স্পন্দন বন্ধুর গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতে থাকে। বন্ধু যদি সাবধান না করতো তবে হয়তো বড় বিপদ ঘটে যেতে পারতো। স্পন্দনের বন্ধু কোন মানব সন্তান নয়। স্পন্দনের পোষা এক সারমেয়। তার নাম নন্টে। স্পন্দন নবম শ্রেণির ছাত্র। রাতে তার টিউশনি থাকে। স্পন্দনের পোষা নন্টে স্পন্দনের জন্য বাইরের ঘরে অপেক্ষা করতে থাকে। স্পন্দন সাইকেল রাখতে গেলে সেও যায় ঘরের ভিতর। প্রথমে নন্টেকে খাবার দিয়ে তবে নিজে খাবার খায়। দুজনের খাওয়ার পর চলে বেশ কিছুক্ষণ খেলার পাট। মা পেশায় শিক্ষিকা মৌলিক বন্দ্যোপাধ্যায় ধমক দিলে দুজনে নিজের ঘরে ঘুমানোর জন্য যায়। কিন্তু মঙ্গলবার রাতে স্পন্দনের পরম বন্ধুর নজরে পড়ে যায় বিষাক্ত সাপটিকে। মৌলিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ওকে আমরা কুকুর মনে করি না।

ও আমাদের পরিবারের একজন সদস্য বলে মন্তব্য এই শিক্ষিকার। মৌলিকের কথায় ও যদি না থাকতো তবে হয়তো রাতে বিপদ হতে পারতো বড় ধরনের কিন্তু স্পন্দনের পথ আটকে কুকুরটি নিজের বন্ধুকে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। এছাড়া এই অঞ্চলে সাপের উপদ্রব খুব। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতবছর দশম শ্রেণির এক ছাত্র-সহ তিনজন মারা যায় সাপের কামড়ে। প্রায়ই এলাকায় লোডশেডিং হয় ফলে সাপের আতঙ্কে ভুগছে বাসিন্দারা। আর স্পন্দন কি বলছে? স্পন্দন বলে অনেকে রাস্তার কুকুরকে অ্যাসিড, গরম ফ্যান, জল, ল্যাজে ফটকা বেঁধে দেয় এতে তার খুব কষ্ট হয়। একবার ভালোবেসে দেখো এই অবলা প্রাণীদের দেখবে তোমার সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে তোমার বিপদ হতে দেবে না বলে স্পন্দন। বেলা বাড়তেই স্কুলের পথে স্পন্দন আর স্পন্দনের বন্ধু স্পন্দনকে কিছুটা পথ এগিয়ে দিয়ে আবার ফিরে আসে ঘরে।

সম্বর্ধনা দিয়ে ইছাপুর পঞ্চায়েতের নজির

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের ইছাপুর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এবার নজির গড়ল। এই প্রথম দুর্গাপুর মহকুমায় কোন পঞ্চায়েত স্বনির্ভর মহাসঙ্ঘ, আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের সম্বর্ধিত করা হল। দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের বিডিও শুভ সিনহা রায় বলেন, ইছাপুর পঞ্চায়েত প্রশাসনের এইসব কর্মীদের সম্বর্ধিত করে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, দুর্গাপুর-ফরিদপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চুমকি মুখার্জী, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুভ সিনহা রায়, ফরিদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অনির্বাণ বসু, পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সদস্য সুজিত মুখোপাধ্যায়, ইছাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উজ্জ্বল মন্ডল, সিডিপিও পাপিয়া বিশ্বাস, ইছাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ সরকার তৎসহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতি যথাক্রমে ২০ ও ৩৩ জন ছাত্রছাত্রীকে, ১৬ জন আশা কর্মী, ৭৬ জন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী ও সহায়িকাদের এদিন সম্মানিত করা হয় ইছাপুর পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে।

পুলিশ সেজে কেপমারি

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ ফের শিল্পাঞ্চলের বুকে পুলিশের পরিচয়ে সাধারণ মানুষদের সাথে প্রতারণা। পুলিশের পরিচয় দিয়ে দিনে দুপুরে এক ব্যক্তির সোনার চেন গায়েব করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরের স্টেশন বাজারে। জানা গেছে, বিকাশ সাহা নামে কলকাতার বাসিন্দা এক ব্যবসায়ী ব্যবসার কাজে বুধবার সকালে দুর্গাপুর থেকে আসানসোল যাওয়ার জন্য ট্রেন ধরার জন্য যখন স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন সেই সময় এক যুবক তার পথ আটকায়। ব্যবসায়ীকে পুলিশের পরিচয়পত্রও দেখায়। এরপর তাকে হিন্দিতে বলে যে, পুলিশের চেকিং চলছে। আপনি গলায় এত মোটা চেন পড়ে কেন ঘুরছেন? এরপর তাকে একটি কাগজে চেনটি মুড়ে ব্যাগ রাখার জন্য ওই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে চেনটি চেয়ে নেয়। এরপর চেনটি ওই ব্যবসায়ী ওই দুষ্কৃতীর হাতে তুলে দিলে সে কাগজে মুড়ে ব্যাগে রাখার ভান করে বলে জানান ওই ব্যবসায়ী। এরপর ঘটনাস্থল থেকে ওই ব্যবসায়ী বেশ কিছুটা দূর চলে আসার পর তার সন্দেহ হওয়ায় তিনি ব্যাগ খুলে দেখেন শুধু কাগজ পড়ে আছে, আর চেনটি গায়েব। এরপর ওই ব্যবসায়ী কোকওভেন থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এদিকে ঘটনাস্থলের গায়েই রয়েছে একটি মিষ্টির দোকান আর সেই দোকানে লাগানো রয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। সেই ক্যামেরাতে ধরা পড়েছে ব্যবসায়ীর সোনা লুটের সমস্ত চিত্র। সেই ফুটেজও পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

নবদ্বীপ থানার উদ্যোগে পথসচেতনতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নবদ্বীপ ঃ বুধবার নবদ্বীপ থানার উদ্যোগে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ নিয়ে এক পদযাত্রা এবং পথনাটিকা অনুষ্ঠিত হল। এদিন নবদ্বীপ থানার পুলিশ এবং নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র-ছাত্রীসহ বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে নবদ্বীপ থানা প্রাঙ্গণ থেকে এক পদযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। পরিক্রমাটি নবদ্বীপ ধাম রেলস্টেশন চত্বরে জমায়েত হয় এবং এখানে একটি পথনাটিকা অনুষ্ঠিত করে নবদ্বীপ থানার পক্ষ থেকে। যার নেতৃত্বে ছিলেন নবদ্বীপ থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক সুবীর কুমার পাল রতন বাবু ও নবদ্বীপ জিআরপির পুলিশ অফিসার ফটিক কুমার রায় ও রেলওয়ে পুলিস আধিকারিক। ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক সুবীর কুমার পাল বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি গ্রহণ করার ফলে আজ গোটা রাজ্যে পথদুর্ঘটনার সংখ্যা যেমন কমেছে তেমনি দুর্ঘটনার সংখ্যা কমে যাওয়ায় রাজ্যের মধ্যে নদীয়া জেলা প্রথম হয়েছে। সুবীরবাবু বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মস্তিষ্কপ্রসূত একটি কর্মসূচি। এই কর্মসূচির ফলে পথদুর্ঘটনায় যেমন মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে তেমনি সকলকে সদা সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ রেখে গাড়ি চালানোর নির্দেশ বা গাড়ি চালকদের কাছে আবেদন রেখেছেন। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেছেন যে, নম্বরহীন গাড়ি চালনার ক্ষেত্রে যেমন অসুবিধা আছে তেমনি আইনগত দিক থেকে সাধারণ মানুষ অনেক দুর্ভোগের শিকার হতে পারেন তাই তিনি সতর্ক করে জানিয়েছেন কোনোভাবেই যেন নম্বরহীন প্লেট লাগিয়ে গাড়ি চালাবেন না পাশাপাশি বাসের ছাদে কোনো যাত্রী নেবেন না এমনটাও জানিয়ে দিয়েছেন বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে। তাই সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ-এর মধ্যে দিয়ে লাগাতার কর্মসূচি থাকার ফলে অনেকেই হেলমেট ব্যবহার করছেন যা পথ দুর্ঘঠনার ক্ষেত্রে নিজের জীবনকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে। তাই গাড়িচালকদের কাছে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকের জন্য হেলমেট ব্যবহার করার। তবে নবদ্বীপ শহর সংলগ্ন থানা এলাকায় প্রতিদিন সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন করা হয় নবদ্বীপ থানার তরফ থেকে। এর ফলে পথদুর্ঘটনার সংখ্যা এবং মানুষের বিপদের হাত থেকে অনেকটাই রেহাই পান হেলমেট থাকার কারণে।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ , হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222